প্রকৃতির দাসত্ব

বই	**প্রবৃত্তির দাসত্ব**
লেখক	শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ
ভাষান্তর	আবদুন নুর সিরাজি
সম্পাদনা	সালমান মোহাম্মদ
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

প্রবৃত্তির দাসত্ব

শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

প্রবৃত্তির দাসত্ব

শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৯
পরিমার্জিত সংস্করণ : মার্চ ২০২০

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার পরিবেশক

মাকতাবাতুন নূর : ০১৮৫৭-১৮৯ ১৪৪
মাকতাবাতুল হিজায : ০১৯২৬-৫২০ ২৫৩
মাকতাবাতুল ইসলাম : ০১৯১২-৩৯৫ ৩৫১
সমকালীন প্রকাশন : ০১৬১৬-৬২৬ ৬৩৬

অনলাইন পরিবেশক

❐ Well Reachbd.com ❐ বকমারি ❐ ওয়াফি লাইফ ❐ সিজদাহ.কম ❐ বই বাজার ❐ ধুমকেতু

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : ৳ ১৪৭, UK $ 5, UK £ 3

PROBITTIR DASATTO

Writer : Shaikh Saleh Al-Munazzid
Translate by : Abdun Nur Sirazi
Editor : Salman Mohammad

Published by
Muhammad Publication
Gias Garden Book Complex, Shop # 122
37/2 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-6605-1

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

আব্বার জান্নাতুল ফিরদাউস
এবং আম্মাজানের নেকহায়াত ও ইমানিজীবন কামনায়।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে করতে পাপে ভরেছে চিত্ত
হারিয়েছি পথ, কোন নায়ে রাখব পা
কোন পথে গেলে পাব মুক্তির দেখা
স্রষ্টার সৃষ্টির সেরা হয়েও হারিয়েছি মনুষ্যত্ব।

মনের খেয়াল খুশিমতো চলাই প্রবৃত্তির দাসত্ব। পৃথিবীর সৌন্দর্য, মনোমুগ্ধকর পরিবেশের মুগ্ধতা এবং নিরর্থক কাজকর্মের প্রতি আসক্তি তৈরির মাধ্যমে প্রবৃত্তি মানুষকে প্রতারিত করে থাকে। প্রবৃত্তির অনুসারী হলে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে না। নিয়ম-কানুন, ধর্ম-কর্ম বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রবৃত্তিপূজারির মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। এ জন্য প্রবৃত্তির দাসত্ব মানুষের বড় শত্রু।

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, 'কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে যে যত বেশি বিরত থাকতে সক্ষম, সে তত বড় বীর। আর ছোট ছোট জিনিস থেকেই বড় বড় ধ্বংসাত্মক ব্যাপার জন্ম নেয়।'

বুসতি রহ. বলেন, 'প্রবৃত্তিকে তোমার অধীন করো, অন্যথায় প্রবৃত্তিই তোমাকে তার অধীন করে ফেলবে।'

কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করে, বিবেককে করে প্রান্তিকতার শিকার। কেননা, তা প্রসব করে নোংরা চরিত্র, প্রকাশ করে লাঞ্ছনাদায়ক কর্মকাণ্ড, মানবতার আচ্ছাদনকে করে কলঙ্কিত এবং অনিষ্টতার প্রবেশদ্বারকে করে অবারিত।

প্রবৃত্তি মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। যত শত্রুর বিরুদ্ধে মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়, যুদ্ধ করতে হয়, তার মধ্যে প্রবৃত্তি সবচেয়ে কঠিন শত্রু—যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য দায়িত্ব; কিন্তু কীভাবে করবেন সে যুদ্ধ?

বিশ্বনন্দিত ফকিহ ও লেখক শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ *ইত্তিবাউল হাওয়া ও শাহওয়াত* গ্রন্থদ্বয়ে তুলে ধরেছেন সে যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল, যার বাংলা ভাষান্তরিত রূপ—*প্রবৃত্তির দাসত্ব।*

বইটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবদুন নুর সিরাজি। আল্লাহ তার খেদমত কবুল করুন। সম্পাদনা করেছেন লেখক, অনুবাদক ও গ্রন্থসম্পাদক সালমান মোহাম্মদ। তার ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। কারণ, ইতিমধ্যে তার সম্পাদিত কয়েক ডজন বই পাঠকের হাতে পৌঁছেছে।

বইটি সুন্দর ও নির্ভুল করতে আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি হয়নি। তবু কোনো ভুল-অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনে সচেষ্ট হব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং প্রত্যেকের প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান দিন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
২০ জুলাই, ২০১৯ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

প্রশংসা ও স্তুতির সবটুকুই আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের প্রতি।

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাদের সুখ-শান্তির জন্য পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তার অস্তিত্বের বাইরে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নিয়ামতের পরিমাণ গোনার বাইরে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا.

'যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তাহলে তা শেষ করতে পারবে না।' [সুরা নাহল, আয়াত ১৮]

আল্লাহ তাআলা আমাদের ভেতর সৃষ্টি করেছেন, ছায়াহীন-কায়াহীন 'নফস' যা আমাদের চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করে থাকে। এই নফসের অবস্থানটা কলবের মাঝে। হাদিসের ভাষায় কলব ও তার মাঝে অবস্থিত নফস সম্পর্কে বলা হয়েছে—

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

'সাবধান! শরীরের মাঝে একটি গোস্তের টুকরো রয়েছে, যখন তা সংশোধিত থাকবে গোটা শরীর শুদ্ধভাবে পরিচালিত হবে, আর যদি তা নষ্ট হয়, তবে গোটা শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। মনে রেখো, সেটি হলো কলব।'[১]

এই কলব ও নফসের মাধ্যমে যে শক্তিটির উদ্ভব হয়, তাকে আরবি ভাষায় বলা হয় 'হাওয়া', যার বাংলা অর্থ 'প্রবৃত্তি'। শক্তিটিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং

[১] *সহিহুল বুখারি*: ১/৯০, *সহিহ মুসলিম*: ৮/২৯০

তাকে যথাস্থানে প্রয়োগ করার দায়িত্ব মানুষের- নিজের। কিন্তু তার পদ্ধতি কী হবে, এর বিবরণ কুরআন-সুন্নাহয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

'আর যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।' [সূরা নাজিয়াত, আয়াত ৪০-৪১]

বিশ্ববিখ্যাত আলেম, আলোচক শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ কুরআন-সুন্নাহ মন্থন করে প্রবৃত্তির ভালো-মন্দ দিকগুলো, তাকে পরিচালনা করা এবং প্রবৃত্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে নিয়োজিত করার সূত্রগুলো আলোচনা করেছেন। রচনা করেছেন—'اتباع الهوي' ও 'شهوت' নামে দুটি অনবদ্য গ্রন্থ, যা আরবি ভাষায় হওয়ার কারণে অন্যান্য ভাষার লোকদের—বিশেষভাবে বাংলাভাষি মানুষের জন্য সেখান থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই গুরুত্ব অনুধাবন করে কিতাব দুটির বাংলায় ভাষান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মুহাম্মদ পাবলিকেশন-এর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান। আমার প্রতি সুধারণাবশত অনুবাদের কাজটি তিনি অধমের কাঁধে তুলে দেন। ইলম, আমল এবং ভাষাসাহিত্যে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও একটি মহান কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করার আশায় অনুবাদের কাজটি শুরু করি।

অনুবাদ করতে গিয়ে লেখকের কথা, ভাব এবং আবেগ নিজের অন্তরে বসিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। অনুবাদকে হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণবন্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আশা করছি, বইটি হৃদয়ের ভাব মিশিয়ে পাঠ করলে হৃদয় জগতে অজানা জ্যোতির পরশ পাওয়া যাবে।

পরিশেষে সম্পাদক এবং প্রকাশকসহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বইটি আলোর মুখ দেখতে পেরেছে। আল্লাহ তাআলা সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং বইটি নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

—আবদুন নুর সিরাজি

শিক্ষক : ফুলবাড়ি মাদরাসা, বগুড়া।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ রাসুল প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবির প্রতি।

প্রবৃত্তির অনুসরণ কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করে, বিবেককে করে দূষিত ও অকর্মণ্য। কেননা, তা থেকে উৎসারিত হয় নোংরা চরিত্র, লাঞ্ছনাদায়ক কর্মকাণ্ড। কুপ্রবৃত্তি মানবতাবোধ আচ্ছাদন করে এবং মানবজীবনে অনিষ্টতার প্রবেশকে করে অবারিত।

প্রবৃত্তির অনুসরণ ফিতনার দ্রুতগামী বাহক। পৃথিবী কর্মগুণের ঘর। প্রবৃত্তির পথ থেকে সরে আসুন, নিরাপদ থাকবেন। পৃথিবীকে উপেক্ষা করুন, ধনাঢ্যতা লাভ করবেন। অনর্থক কাজের সৌন্দর্য যেন আপনাকে প্রবঞ্চিত না করে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রাপ্তি যেন আপনাকে বিপদে না ফেলে। কেননা, অনর্থক কাজের সৌন্দর্য একসময় মিইয়ে যাবে, সময়ের ক্ষণস্থায়ী প্রাপ্তি শেষ হয়ে যাবে। কেবল হারামের প্রতিক্রিয়া এবং গোনাহের উপার্জনই আপনার সঙ্গী হবে।

প্রবৃত্তি মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। যত শত্রুর বিরুদ্ধে মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়, যুদ্ধ করতে হয়, তার মধ্যে প্রবৃত্তি সবচেয়ে কঠিন শত্রু, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অপরিহার্য। আবু হাজেম রহ. বলেন,

'প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার চেয়েও বেশি কঠিন।'[২]

---

[২] *হিলইয়াতুল আওলিয়া* : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা : ২৩১

প্রবৃত্তি সমস্ত ফিতনার মূল। প্রতিটি বিপদের প্রবেশদ্বার। হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন,

يَا نَفْسُ تُوْبِي فَإِنَّ الْمَوْتَ قَدْ حَانَا

وَاعْصِ الْهَوَى فَالْهَوَى مَازَالَ فَتَّانَا

'হে প্রাণ তুমি তাওবা করো, কেননা মৃত্যু সমাগত,

প্রবৃত্তির বিপরীত করো, কেননা সে ফিতনার সূচনাপত্র।'

যেহেতু প্রবৃত্তি এতটা ভয়ংকর, তাই এ বিষয়ে কথা বলা অত্যন্ত জরুরি, যেন আমরা এই ভয়ংকর রোগ এবং সুদূর প্রসারী অনিষ্টতা থেকে দূরে থাকতে পারি।

আমি এই কিতাবে প্রবৃত্তির সংজ্ঞা, তার ক্ষতি, প্রবৃত্তির বিপরীত চলার উপকারিতা, এ পথে চলার উপকরণ, চিকিৎসার পদ্ধতি এবং পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় চাহিদার ব্যবধান সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব, যারা এই কিতাব রচনা করতে এবং কাঙ্ক্ষিত রূপে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেছেন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

—মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ১৭
প্রবৃত্তি ১৭
প্রবৃত্তির সংজ্ঞা ১৭
প্রবৃত্তির অনুসরণ নিষেধ ১৭
কখন প্রবৃত্তির কারণে শাস্তি দেওয়া হবে? ২১

প্রবৃত্তির অনুসরণের উপকরণ ২৩
১. শৈশব থেকে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি গ্রহণ না করা ২৩
২. প্রবৃত্তিপূজারিদের সংশ্রব এবং তাদের সাথে ওঠাবসা ২৫
৩. আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হওয়া ২৫
৪. প্রবৃত্তিপূজারিদের ব্যাপারে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি, তা প্রয়োগ না করা ২৬
৫. দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও দুনিয়ার প্রশান্তি ২৭
৬. প্রবৃত্তির চাহিদামতো জায়েজ বস্তু অর্জনে তাড়াহুড়া করা ২৭
৭. প্রবৃত্তির অনুসরণের শাস্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা ২৮

প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষতিকর দিকগুলো ২৯
পারলৌকিক ক্ষতি ২৯
প্রবৃত্তি গোমরাহির দিকে নিয়ে যায় ৩১
কুরআনের নাসিহা থেকে উপকৃত না হওয়া ৩২
প্রবৃত্তির অনুসরণ হৃদয়ের প্রশান্তি নষ্ট করে ৩৩
প্রবৃত্তির অনুসরণ জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত করে ৩৪
অজ্ঞাতে ইমান ছিনতাই হয়ে যাবে ৩৪

সর্বনাশা একটি দোষ ৩৫
প্রবৃত্তির কারণে বান্দার তাওফিকের দরজা বন্ধ করা হয় ৩৬
ইবাদত থেকে দূরে থাকা এবং ইবাদত বন্ধ হওয়ার কারণ ৩৭
গুনাহকে তুচ্ছ মনে করার কারণ ৩৭
দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় সংযুক্ত করার কারণ ৩৮
জীবিকার সংকীর্ণতা এবং মানুষের শত্রুতার কারণ ৩৮
শত্রুর ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ লাভের উপায় ৩৯
মানুষের কাছে নিন্দিত হওয়ার কারণ ৩৯
লাঞ্ছনা এবং তুচ্ছতার কারণ ৪০

প্রবৃত্তির বিরোধিতার উপকারিতা ৪৩
জান্নাতপ্রাপ্তি ৪৩
হাশরের দিনের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি ৪৪
মর্যাদা ও মহত্ত্ব ৪৫
মনোবল মজবুত করা ৪৭
সুস্থতার হেফাজত করা ৪৭
দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে মুক্তি ৪৭
প্রবৃত্তির চিকিৎসা ৪৮
প্রবৃত্তির চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৪৮
প্রশংসিত প্রবৃত্তি এবং নিন্দিত কামনা ৫১
আপনার বুঝ পরীক্ষা করুন ৫৪
সহজে বোধগম্য হয় এমন জিজ্ঞাসা ৫৪
সৃজনশীল জিজ্ঞাসা ৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ৫৬
কামনা ৫৬
শাহওয়াত বা কামনার আভিধানিক অর্থ ৫৬
শাহওয়াতের পারিভাষিক অর্থ ৫৬
কামনা সৃষ্টির রহস্য ৫৭

হারাম কামনায় প্রবৃত্ত হওয়ার উপকরণ ৬০
প্রথম : ইমানের দুর্বলতা ৬০
দ্বিতীয় : অসৎ বন্ধুত্ব ৬০
তৃতীয় : অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি ৬১
চতুর্থ : সর্বনাশা স্বাধীনতা ৬২

পঞ্চম : হারামের ব্যাপারে শিথিলতা ৬২
ষষ্ঠ : কামনা বাস্তবায়নের উপকরণের নৈকট্য ৬৩
কামনার ব্যাপারে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে? ৬৪
১. বলো 'মাআজাল্লাহ' 'আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই' ৬৪
২. চোখের অপরাধকে পরিহার করুন ৬৮
লজ্জাস্থানের হেফাজতের পূর্বে দৃষ্টি অবনত করুন ৭০
হঠাৎ দৃষ্টি ৭৪
হারাম থেকে দৃষ্টি অবনত করার উপকারিতা ৭৫
৩. আশঙ্কা প্রতিরোধ করুন ৭৭
তখন তার দায়িত্ব হবে ৭৯
যেসব ভাবনা শয়তানি ভাবনার বিরুদ্ধে কাজে আসবে ৭৯
আমরা বলব, কয়েকটি জিনিস সাহায্য করতে পারে, যেগুলো পর্যায়ক্রমে কাজে পরিণত হবে ৮১
আমরা কীভাবে কামনার চিকিৎসা করব? ৮২
১. বিবাহ ৮২
নেককার স্ত্রী দ্বীন সংরক্ষণে সহযোগী ৮৪
বিবাহ করে অসভ্যতা থেকে নিরাপদ থাকুন ৮৫
বিবাহকারীর প্রতি আল্লাহর সাহায্য ৮৬
২. রোজা ৮৭
৩. উপকারী কাজে শরীরের শক্তি ব্যয় করা ৮৮
৪. অন্যদের সামনে নিজের বড়ত্ব ফুটিয়ে না তোলা ৮৮
৫. পরিবারের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে থাকা ৮৯
৬. নারীরা প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না ৯১
৭. শরিয়তে বর্ণিত ইবাদতগুলো বেশি বেশি করা ৯১
৮. দোয়া করুন ৯২
৯. হারাম কামনার পরে বিপদ সম্পর্কে চিন্তা করা ৯৫

পবিত্র মানুষদের ঘটনা ৯৬

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ৯৬
হজরত ইউসুফের কাছে কী ছিল, যার কারণে তিনি ধৈর্যধারণ করতে পেরেছেন? ৯৮
জুরাইজ আবেদের ঘটনা ৯৯
রবি বিন খাসইয়ামের ঘটনা ১০০
সারি বিন দিনারের ঘটনা ১০১

আবু বকর মিশকির ঘটনা ১০১
জনৈক মহিলার ঘটনা ১০২

কামনার তাড়নায় পদস্খলনের ঘটনা ১০৪
আপনার বুঝ পরীক্ষা করুন ১০৬
সহজে বোধগম্য হয় এমন জিজ্ঞাসা ১০৬
সৃজনশীল জিজ্ঞাসা ১০৬

পরিশিষ্ট ১০৭
উপসংহার ১০৮

প্রথম অধ্যায়

প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তির সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থে কোনো বস্তুর প্রতি আকর্ষণ এবং ভালোবাসাকে প্রবৃত্তি বলা হয়।[১]

পারিভাষিক অর্থে প্রবৃত্তি বলা হয় 'শরিয়তের আবেদন ছাড়া কামনার চাহিদা অনুযায়ী কোনো বস্তু থেকে স্বাদ গ্রহণের প্রতি মনের আকর্ষণকে।'[২]

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

> 'প্রবৃত্তি হলো স্বভাবের অনুকূল জিনিসের প্রতি আকর্ষণ। এই আকর্ষণ মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকার প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা, যদি পানাহার এবং বিবাহের দিকে আকর্ষণ না থাকত, তাহলে সে পানাহারও করত না এবং বিয়েও করত না। এই প্রবৃত্তিই তাকে টিকে থাকার বিষয়গুলোর প্রতি উৎসাহিত করে। যেমন: রাগ মানুষের ক্ষতিকারক বিষয়কে প্রতিরোধ করে।'[৩]

---

[১] *আল-মাগরিব ফি তারতিবিল মু'রাব*: খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯২।
[২] *আত্তা'রিফাত লিল-জুরজানি* : পৃষ্ঠা : ৩২০
[৩] *রওজাতুল মুহিব্বিন* : পৃষ্ঠা: ৪৬৯

প্রবৃত্তির অনুসরণ নিষেধ

প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে শরিয়তের দলিলগুলো বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই আমি দলিলগুলো একাধিকভাবে উপস্থাপন করেছি,

ক. কখনো সাধারণভাবে প্রবৃত্তি থেকে নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا.

'অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।' [সুরা নিসা, আয়াত ১৩৫]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

'হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে শাসন করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।' [সুরা সদ, আয়াত ২৬]

খ. কখনো নিষেধাজ্ঞা এসেছে কাফের ও পথভ্রষ্টদের প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ.

'এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলিকে মিথ্যা বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সমতুল্য অংশীদার স্থাপন করে।' [সুরা আনআম, আয়াত ১৫১]

আল্লাহ তাআলা তার নবিকে কাফেরদের উদ্দেশে বলতে নির্দেশ করেছেন,

قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ، قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.

'আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের খুশিমতো চলব না। কেননা, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না।' [সুরা আনআম, আয়াত ৫৬]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

وَ لَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ.

'এবং ওই সম্প্রদায়গুলোর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।' [সূরা মায়িদা, আয়াত ৭৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

'অতএব, তাদের পারস্পরিক ব্যাপারগুলো আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী আপনি ফায়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।' [সূরা মায়িদা, আয়াত ৪৮]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন,

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ، وَ اسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ، وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ.

'অতএব, আপনি ডাকুন এবং যেভাবে আপনাকে বলা হয়েছে তার ওপর অবিচল থাকুন, আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।' [সূরা শুরা, আয়াত ১৫]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন,

وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا.

'যার হৃদয় আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।' [সূরা কাহফ, আয়াত ২৮]

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা প্রবৃত্তিকে কাফের এবং মুশরিকদের প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন। কেননা, তাদের প্রবৃত্তি সত্য থেকে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু মুমিনের প্রবৃত্তি এমন নয়। কারণ, কাফেরদের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণই বাতিল, আর মুমিনের প্রবৃত্তি কখনো উন্নীত হতে হতে আল্লাহর বিধি-বিধানের অনুকূল হয়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত বিধানের অনুগত হয়। আর তখন মুমিনের প্রবৃত্তি যে

বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে তা অবশ্যই সুন্নাহসম্মত হবে অথবা দ্বীনের অনুসরণীয় কোনো বিষয় হবে; কমপক্ষে জায়েজ তো অবশ্যই হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُم.

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে?' [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৪]

গ. কখনো নফসে আম্মারার দিকে সম্বোধিত প্রবৃত্তিকে নিন্দাজ্ঞাপক হিসেবে বলা হয়েছে, যেমন:

হজরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ বিন আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا.

'এবং অক্ষম ওই ব্যক্তি যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসারী বানিয়েছে।'[৪]

ঘ. কখনো কলবের দিকে সম্বোধিত প্রবৃত্তিকে নিন্দাজ্ঞাপক হিসেবে বলা হয়েছে, যেমন:

হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ.

'কলবের ওপর ফিতনা এমনভাবে চাপিয়ে দেওয়া হবে যেভাবে চাটাইয়ের গাঁথুনি একটির সাথে আরেকটি লাগানো থাকে। যে অন্তরকে ফিতনার নোংরামি পান করানো হবে, তার কলবে একটি কালো রেখা টানা হবে।

[৪] *ইবনে মাজাহ*, হাদিস নং ৪২৬০; ইমাম হাকেম হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

> আর যে কলব ফিতনার নোংরামি পান করতে অস্বীকার করবে, তার কলবে একটি সাদা রেখা টানা হবে, সে রেখাটি কলবের ওপর সাফা পাহাড়ের মতো উঁচু হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ-জমিন টিকে থাকবে ফিতনা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর কালো রেখা টানা কলবটি হবে কালো মুষড়ে পড়া চ্যাপ্টা মশকের মতো। সে ভালো বস্তু চিনবে না, অন্যায় প্রতিহত করবে না, তার প্রবৃত্তির পক্ষ থেকে যা পান করানো হবে তাই সে পান করবে।'[৫]

উল্লিখিত হাদিসে প্রবৃত্তিকে কলবের দিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

কখন প্রবৃত্তির কারণে শাস্তি দেওয়া হবে?

কামনা এবং প্রবৃত্তি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ এগুলো থেকে মুক্ত হতে পারবে না, এগুলো ছাড়তেও পারবে না। আল্লাহ তাআলা মানবসত্তাকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রশ্ন হতে পারে, প্রতিটি প্রবৃত্তির কারণে কি মানুষকে শাস্তি দেওয়া হবে? মানুষ কি তার কলব এবং অন্তকরণ থেকে এই প্রবৃত্তিকে বের করার চেষ্টা করবে এবং সেগুলোকে বাইরে নিক্ষেপ করবে? নাকি এর জন্য কোনো মূলনীতি ও সীমারেখা রয়েছে?

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন,

> 'মৌলিক কামনা এবং প্রবৃত্তির কারণে শাস্তি দেওয়া হবে না, বরং তার অনুসরণ এবং বাস্তবায়নের ওপর ভিত্তি করে শাস্তি দেওয়া হবে। সুতরাং নফস যখন অনুগত থাকে, তখন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহর ইবাদত এবং নেককাজে বাধ্য করে।'[৬]

এটাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিনের অবস্থা। তার নফস তাকে সর্বদা এ ধরনের নেককাজের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকে, সর্বদা তাকে নেককাজে লাগিয়ে রাখে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত রাখে। যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধি-নিষেধ রয়েছে সেগুলোতে তার প্রতিপালককে ভয় করে। যে ব্যক্তির অবস্থা এমন হবে তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

---

[৫] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১৪৪

[৬] *মাজমুউল ফাতাওয়া*, খণ্ড: ১০, পৃষ্ঠা : ৬৩৫

وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى، فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى.

'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।' [সুরা নাজিয়াত, আয়াত ৪০-৪১]

সুতরাং প্রবৃত্তির কারণে তখনই শাস্তি দেওয়া হবে যখন মন্দ কামনা কাজে পরিণত করা হবে। মানুষ কখনো গুনাহের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তার কামনা প্রকাশ করে; যদি সে কামনা বাস্তবে প্রয়োগ করে, তখন তার প্রবৃত্তি এবং আমলের হিসাব নেওয়া হবে।

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

'বনি আদমের ওপর তার জিনার অংশ লেখে রাখা হয়েছে, অবশাই সে তা প্রাপ্ত হবে। দু-চোখের জিনা হলো (নিষিদ্ধ যৌনতার প্রতি) দৃষ্টিপাত করা, দু-কানের জিনা হলো শ্রবণ করা, জিহ্বার জিনা হলো কথা বলা, হাতের জিনা হলো স্পর্শ করা, পায়ের জিনা হলো গমন করা, অন্তর আকৃষ্ট হয় ও কামনা করে, আর লজ্জাস্থান তাকে বাস্তবায়ন করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।[৭]

[৭] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৫৭

প্রবৃত্তির অনুসরণের উপকরণ

প্রবৃত্তির অনুসরণের কয়েকটি উপকরণ রয়েছে, যেগুলো মানুষকে সে দিকে আহ্বান করে। মানুষ কেন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে? কেন তারা সত্যপথ উপেক্ষা করে এবং সিরাতে মুসতাকিম থেকে দূরে সরে থাকে?

এর কয়েকটি কারণ রয়েছে:

১. শৈশব থেকে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুতি গ্রহণ না করা

শিশুরা শৈশবে মা-বাবার কাছ থেকে সীমাহীন ভালোবাসা পায়, অত্যধিক মায়া-মমতা পায়। ফলে মা-বাবা সন্তানের সকল চাহিদাই পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। সন্তান যা চায়, যা আশা করে, মা-বাবা তা পূরণ করে। সেখানে কোনটি হালাল, কোনটি হারাম, কোনটি মাকরুহ, কোনটি বৈধ তার মাঝে কোনো ব্যবধান করে না।

সন্তান যখন ফজরের নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে, তখন মা-বাবা বলেন, সে তো ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। আর যখন খেলাধুলা করতে চায় তখন সকল আয়োজন করে দেয়। বাদ্যযন্ত্র এবং নোংরাদৃশ্য দেখার ব্যবস্থাপনা করতেও তারা পিছপা হয় না। ছেলেদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত খেলারমাঠ আর মেয়েদের জন্য রয়েছে স্বতন্ত্র কক্ষ, সাথে থাকে অভ্যর্থনার ফুলঝুরি।

শিশুরা প্রবৃত্তির চাহিদার ওপরই বেড়ে ওঠে। যখন সে কোনো কিছু চায়, তা অর্জন করে এবং কাজে পরিণত করে। কেউ তার সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, কেউ তাকে বাধা দেয় না। এভাবে যখন সে শরিয়তের বিধান মানার বয়সে উপনীত হয়, তার প্রবৃত্তি বাঁধভাঙা হয়ে যায়। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রবৃত্তির পেছনে ছুটতে থাকে, চলতে থাকে প্রবৃত্তির কল্পনা এবং প্রত্যাশাগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য। বিশেষভাবে কিশোরী ও যুবতিদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। তখন তারা কঠিন গুনাহ এবং বড় বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। একটা সময় তাদেরকে নিবৃত্ত করার কোনো পথ থাকে না। বাধা দেওয়ারও কোনো মাধ্যম থাকে না।

হজরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম শৈশব থেকেই সন্তানের প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তৎপর হতেন। তাই নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদতগুলো পালনের সময় সন্তানদের সাথে রাখতেন।

হজরত রবি বিনতে মুয়াওয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশুরার দিন প্রত্যুষে আনসারদের জনপদে সংবাদ পাঠালেন,

مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ.

> 'যে ব্যক্তি বে-রোজা অবস্থায় সকাল করবে সে যেন সেভাবেই থাকে, আর যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় সকাল করবে সে যেন রোজা থাকে।'[৮]

ওই মহিলা সাহাবি বলেন, এরপর আমরা রোজা থাকলে আমাদের শিশু-সন্তানদেরও রোজা রাখাতাম এবং তাদের জন্য খেলার জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করতাম। যদি কেউ খাবারের জন্য কাঁদত তাকে খেলার জিনিস দিতাম। এভাবে ইফতার পর্যন্ত নিয়ে যেতাম।

সন্তানের সকল চাহিদা পূরণ করলে শুধু যে দ্বীনি ক্ষতি হয় তাই নয়, বরং তার জাগতিক ক্ষতিও হয়। কখনো পরিবার জাগতিক বিপদের শিকার হয়, বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার কারণে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, তাদের জীবনযাপন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অথবা কখনো পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মারা যায়, তখন এই ধরনের সন্তান কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে? কীভাবে তার চাহিদা পূরণ করবে?

তা ছাড়া যখন সে কামনার দাসত্ব করতে গিয়ে জীবনযুদ্ধে হেরে যায়, তখন অনুভব করে পরিবার তার আশা পূরণে ব্যর্থ; বিশেষভাবে যখন সে একাকী চলার বয়সে পৌঁছে যায়, দাম্পত্য সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যায়, তখন সে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করতে চায়, কিন্তু সেখানে পৌঁছার কোনো মাধ্যম পায় না, তখন সে পরিবারের ব্যর্থতা ও দায়িত্বহীনতা আরও প্রকটভাবে অনুভব করে।

---

[৮] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং ১৯৬০; *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ১১৩৬

এমনিভাবে যে যুবতি বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, কখনো এমন কারও সাথে তার বিবাহ হয়, যে অর্থনৈতিকভাবে তার পরিবারের মতো না, তখন সে নিজেকে পাপী মনে করে এবং আফসোস করতে থাকে যে, তার স্বামী গরিব মানুষ। এভাবে তাদের জীবনে শুরু হয় অপ্রত্যাশিত টানাপড়েন, যা তাদের মানসিক প্রশান্তিকে তিরোহিত করে, দাম্পত্যজীবনকে করে দুর্বিষহ।

২. প্রবৃত্তিপূজারিদের সংশ্রব এবং তাদের সাথে ওঠাবসা

সুদীর্ঘ সংশ্রব এবং একসাথে ওঠাবসা পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সহযোগিতার ভাবকে বৃদ্ধি করে। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজারিদের সাথে ওঠাবসা করে, তাদের সংশ্রবে থাকে, সর্বদা তাদের সাথে চলাফেরা করে, সে অবশ্যই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে। বিশেষভাবে যদি সেই ব্যক্তিটি দুর্বল চিত্তের হয় এবং তার মাঝে হিসাবনিকাশ ছাড়া অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা থাকে, তাহলে এই সমস্যাটা বেশি হয়।

এ জন্য আমাদের পূর্বসূরিগণ বিদআতি এবং প্রবৃত্তিপূজারিদের সংশ্রবে যাওয়া থেকে নিষেধ করতেন। হজরত আবু কিলাবা রহ. বলেন,

> 'তোমরা প্রবৃত্তিপূজারিদের সংশ্রবে যেয়ো না এবং তাদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ো না। কেননা, আমি আশঙ্কা করি, তারা তোমাদেরকে গোমরাহিতে ডুবিয়ে ফেলবে, অথবা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের মতো তোমাদেরকে সন্দেহে নিপতিত করবে।'[৯]

ইমাম মুজাহিদ রহ. বলেন,

'তোমরা প্রবৃত্তিপূজারিদের সাথে বসো না।'[১০]

কায়েস বিন ইবরাহিম থেকেও এ রকম বর্ণনা রয়েছে।[১১]

৩. আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হওয়া

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন করে না, প্রতিপালকের ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, প্রতিপালকের বিধি-নিষেধ অমান্য করতে কোনো পরোয়া করে না, প্রকৃতপক্ষে তার হৃদয়ে আল্লাহর মহত্ত্ব এবং বড়ত্ববোধ বলতে কিছু নেই। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন,

---

[৯] *আস-সুন্নাহ লিআবদিল্লাহ বিন আহমদ*, পৃষ্ঠা: ৯১
[১০] *আত্তানবিহ ওয়ার-রাদ্দুল লিলমালাতি*, পৃষ্ঠা: ৮৬
[১১] *হুলিয়াতুল আওলিয়া* , খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ২২২

وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

'আর তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠিতে থাকবে, সমগ্র আকাশ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। আল্লাহ তাআলা পূত-পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে, তিনি তার ঊর্ধ্বে।' [সুরা জুমার, আয়াত ৬৭]

৪. প্রবৃত্তিপূজারিদের ব্যাপারে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি, তা প্রয়োগ না করা

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার প্রতি শিথিলতা প্রবৃত্তিপূজারি মানুষকে আরও বেশি প্রবৃত্তির দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়, সে অবাধে এই অন্যায় পথে চলতে থাকে। একসময় প্রবৃত্তি তার অন্তকরণে স্থায়ী হয়ে যায় এবং প্রবৃত্তির পথে চলতে ও তা বাস্তবায়ন করতে যুদ্ধংদেহি হয়ে ওঠে।

এ জন্যই ইসলাম সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বাধা প্রদান করার বিধান দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই হলো সফলকাম।' [সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৪]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

'আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করবেন উত্তম পন্থায়। আপনার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ

অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।' [সুরা নাহল, আয়াত ১২৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ بَلِيْغًا.

'এবং ওদের সদুপদেশ দিয়ে এমন কোনো কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর।' [সুরা নিসা, আয়াত ৬৩]

মানুষ যখন একযোগে অসৎকাজে বাধা প্রদান করতে প্রস্তুত হবে, প্রবৃত্তিপূজারিদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তখন প্রবৃত্তিপূজা বন্ধ হবে।

৫. দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও দুনিয়ার প্রশান্তি

যে ব্যক্তি পরকাল ভুলে দুনিয়াকে ভালোবাসে এবং দুনিয়ার মাঝে প্রশান্তি খোঁজে, তার সামনে কেবল সেই কাজগুলো প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, যা দুনিয়ার ভালোবাসা ও প্রশান্তি নিয়ে আসে, যদিও তা আল্লাহ তাআলার নীতি-বিরোধী হয়; এটাই মূলত প্রবৃত্তির অনুসরণ।

আল্লাহ তাআলা এ দিকে লক্ষ করেই বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ. اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

'অবশ্যই সেসব লোক আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং পার্থিবজীবন নিয়েই সন্তুষ্ট এবং তাতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বেখবর। এমন লোকদের ঠিকানা হলো আগুন তাদের কৃতকর্মের জন্য। [সুরা ইউনুস, আয়াত ৭-৮]

৬. প্রবৃত্তির চাহিদামতো জায়েজ বস্তু অর্জনে তাড়াহুড়া করা

মানুষের প্রবৃত্তি যখন তাকে কোনো জায়েজ বস্তু অর্জনের দিকে আহ্বান করে, তখন তা অর্জনে সে খুব তাড়াহুড়া করে। আলেমগণ এমন জায়েজ বস্তু অন্বেষণকারীকে এর উল্টো দিকে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন।

খালাফ বিন উমাইয়াহ আহওয়াজ নামক স্থানে সুলাইমান বিন হাবিব বিন মুহাল্লাবের কাছে গেলেন। সে সময় তার বদর নামের দাসীটা কাছেই ছিল। তার চেহারায় সৌন্দর্যের

ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। সুলাইমান খালাফকে বললেন, তুমি এই দাসীকে কেমন দেখছ? খালাফ বললেন, আল্লাহ তাআলা আমিরের কল্যাণ করুন, আমার দু-চোখ এর চেয়ে সুন্দর কোনো মেয়ে কখনো দেখেনি। সুলাইমান বললেন, তাকে নিয়ে নাও। খালাফ বললেন, আমি এমন কাজ করব না, তাকে আমিরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব না। আমি তার প্রতি আমিরের আকর্ষণ অনুভব করছি।

তখন সুলাইমান বললেন,

> 'তাকে নিয়ে যাও, যদিও তার প্রতি আমার আকর্ষণ রয়েছে। আমার প্রবৃত্তি যেন বুঝতে পারে, আমি তার ওপর বিজয়ী।' [১২]

কোনো কোনো জায়েজ জিনিস থেকে নফসকে বঞ্চিত করে সবর করলে, সবরের কারণে তার কিছু উপকার হয়। বিশেষভাবে তার প্রবৃত্তি এবং প্রত্যাশা যখন কোনো হারাম কাজের দিকে আকৃষ্ট হয়, তখন উপকার হয় অনেক বেশি। কিন্তু যখন জায়েজ জিনিস পেতে পেতে নফস অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন হারামের সামনে নফস দুর্বল হয়ে পড়ে।

৭. প্রবৃত্তির অনুসরণের শাস্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা

কোনো বস্তুর শেষ পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতা সেই বস্তুর সংস্পর্শের দিকে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করে। বেহুদা ও অনর্থক কাজে লুকিয়ে আছে অনেক ক্ষতি ও অনিষ্টতা। প্রবৃত্তির অনুসারী যদি এর ক্ষতিগুলো সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে অনেক সময় তা থেকে বাঁচতে পারে।

আহমদ বিন আবুল কাসেম আবৃত্তি করে বলেন,

سَأَحْذَرُ مَا يُخَافُ عَلَيَّ مِنْهُ

وَأَتْرُكُ مَا هَوَيْتُ لِمَا خَشِيْتُ

'নিজের ওপর শঙ্কিত বিষয়গুলো পরিহার করি,
কামনার বিষয়গুলো ভীত হয়ে ত্যাগ করি।' [১৩]

---

[১২] *জামুল হাওয়া*, পৃষ্ঠা : ২৬।
[১৩] *তালবিসে ইবলিস*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৭২।

প্রবৃত্তির অনুসরণের ক্ষতিকর দিকগুলো

প্রবৃত্তির নগদ-বাকি উভয় প্রকার ক্ষতি রয়েছে। প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী স্বাদ-আহ্লাদে জড়িয়ে পড়া মানুষের জন্য নিষিদ্ধ। যখন কেউ প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতে মত্ত থাকে, তখন সে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতগুলোর ব্যাপারে গাফেল হয়ে যায়।

হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم فإن عاجلها ذميم وأجلها وخيم فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب فسوقها بالتأميل والإرغاب فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لهما وانقادت.
>
> 'নিজের ওপর প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, প্রবৃত্তির নগদ প্রতিফল আপত্তিকর আর বাকি শাস্তি কষ্টদায়ক। যদি বিষয়টি ভেবে না দেখো, তাহলে তোমাকে ভীতি ও আতঙ্কের দিকে নিয়ে যাবে। অতএব, খুব ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ গ্রহণ করো। কেননা, কামনা এবং ভীতি উভয় যখন একসাথে নফসের ওপর ভর করে, উভয়টিই দুর্বল হয়ে যায় এবং নফস প্রবৃত্তির অনুগামী হয়।'[১৪]

[১৪] *আদাবুদ-দুনিয়া*, পৃষ্ঠা: ২১।